263252 - যে রোগী দাঁড়ালে বসতে পারনে না, বসলে দাঁড়াতে পারনে না তার নামায পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন

যে রোগী দাঁড়ালে বসতে পারনে না, বসলে দাঁড়াতে পারনে না তনি কিভাবে নামায আদায় করবনে? তনি কি তার সম্পূর্ণ নামাযে বসে থাকবনে; নাকি সম্পূর্ণ নামাযে দাঁড়য়িে থাকবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নামাযরে ওয়াজবি ও রুকনসমূহরে ক্ষত্রেে ফকিহী সূত্র হল: নামাযী ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী এগুলো পালন করবনে; আর যা পালন করতে তনি অক্ষম সটো তার জন্য মওকুফ হবে।

এর ভত্তিতিে: যে নামাযী ব্যক্তি দাঁড়য়িে নামায শুরু করতে সক্ষম তাহলে সটোই তার উপর আবশ্যক। এরপর তনি সক্ষম হলে পরপিূর্ণ পদ্ধতিতে রুকু করবনে; যদি না পারনে তাহলে তার সাধ্যানুযায়ী ঝুঁকবনে।

যদি তনি মাটি নুয়ে পড়ে সজেদা দতিে সক্ষম হন তাহলে সটোই তার উপরে ওয়াজবি। যদি তনি সটো না পারনে তাহলে (মাটতিে বা চয়োরে) বসে সজেদার জন্য মাথা নোয়াবনে।

যদি তনি পুনরায় আর দাঁড়াতে না পারনে সক্ষেত্রেে অবশষ্টি নামায তনি বসে বসইে আদায় করবনে। রুকুর জন্য মাথা নোয়াবনে এবং সক্ষম হলে মাটরি উপর সজেদা দবিনে। সক্ষম না হলে সজেদার জন্য মাথা নোয়াবনে এবং সজেদার জন্য রুকুর চয়েে বশেি মাথা নোয়াবনে।

এভাবে করলে তনি আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীর অনুসরণ করলনে: "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর"।[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এ বাণীর অনুসরণ করলনে: "আমি যখন তোমাদরেকে কোন কছিু নর্দিশে করি, তখন সাধ্যানুযায়ী সটো পালন কর"।[সহহি বুখারী (৭২৮৮) ও সহহি মুসলমি (১৩৩৭)]

মালকেি মাযহাবরে আলমে 'খললি' রচতি "মুখতাসার" গ্রন্থে এসছে—"যদি নামাযী ব্যক্তি সব করতে সক্ষম হয়; কন্তিু বসলে আর উঠতে পারে না: তাহলে এক রাকাত পূর্ণ করবে; এরপর বসে যাবে।"

গ্রন্থটরি ব্যাখ্যাকার 'খরিাশি' তার ব্যাখ্যায় বলনে: "অর্থাৎ যদি নামাযী ব্যক্তি নামাযরে কয়িাম বা দাঁড়ানো, ক্বরিাত, রুকু,

সজেদা, রুকু-সজেদা থকেে উঠা ও বসা ইত্যাদি সকল রুকন আদায়ে সক্ষম হয়; কন্িতু বসলে আর দাঁড়ানোর জন্য উঠতে পারে না: তাহলে এমন ব্যক্তি প্রথম রাকাত পরপিূর্ণভাবে দাঁড়য়িে আদায় করবে এবং অবশষ্টি নামায বসে বসে আদায় করব।ে লাখমি, তউিনসিি ও ইবনে ইউনুস এ মতরে প্রতি ঝুঁকছেনে।

কারো কারো মত,ে গোটা নামায দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে ইশারা করে আদায় করব;ে তবে শষে রাকাত ছাড়া; শষে রাকাতে তনিি রুকু-সজেদা করবনে।”[সমাপ্ত]

দুই:

আর যদি নামাযী ব্যক্তি দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম হন; কন্িতু বসতে অক্ষম হন; তাহলে তনিি দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে নামায পড়বনে এবং ইশারা করে রুকু-সজেদা করবনে। দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে তাশাহুদ পড়বনে ও সালাম ফরিাবনে।

শাফয়েি মাযহাবরে আলমে যাকারয়িা আল-আনসারী “আসনাল মাতালবি” গ্রন্থে (১/১৪৬) বলনে: “যে ব্যক্তি কবেল দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম সে ব্যক্তি বসার পরবির্তে দাঁড়াব...। কনেনা দাঁড়ানোটা বসার চয়েওে বশেি কছিু। রুকু-সজেদার স্থানে ইশারা করব।ে দাঁড়য়িে তাশাহুদ পড়ব;ে শুয়ে পড়বে না।”[সমাপ্ত]

আল-ইবাদি রচতি ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ গ্রন্থরে হাশয়িাতে (২/২৩) এসছে:ে

“যদি কউে শুধু দাঁড়াতে ও শুয়ে থাকতে সক্ষম হন অর্থাৎ বসতে না পারনে: তনিি দাঁড়য়িে নামায আদায় করা ওয়াজবি। কনেনা দাঁড়ানোটা বসার চয়েওে বশেি কছিু। তনিি সাধ্যানুযায়ী দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে ইশারা করে রুকু-সজেদা আদায় করবনে...। দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে তাশাহুদ ও সালাম আদায় করবনে; শুয়ে আদায় করবনে না।”[সমাপ্ত]

আল-খরিাশি আল-মালকেি (১/২৯৭) বলনে:

“যে ব্যক্তি নামাযরে কয়িাম ছাড়া অন্য সকল রুকন পালনে অক্ষম; কন্িতু কয়িাম পালনে সক্ষম তার কর্তব্য হল: সে তার গোটা নামায দাঁড়য়িে থকেে আদায় করবনে। সজেদার জন্য রুকুর চয়েে নীচু হয়ে ইশারা করবনে।”[সমাপ্ত]

আর যদি কউে দাঁড়াতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবনে, রুকু-সজেদা ইশারা করে আদায় করবনে। যদি মাটরি উপর সজেদা দতিে সক্ষম হয় তাহলে মাটরি উপর সজেদা দওেয়াই তার উপর ফরয।

ইবনে কুদামা তাঁর “আল-মুগনী” গ্রন্থে (২/৫৭০) বলনে:

“আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেনে য,ে যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না সে ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবনে।”[সমাপ্ত]

মালকেি মাযহাবরে ইমাম “আদ-দুসুকি” এর হাশয়িাতে (২/৪৭৫) এসছে: “দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে বসে নামায আদায় করবনে; রুকু-সজেদাও বসে বসে করবনে।”[সমাপ্ত]

তনি:

যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তরি অবস্থা এমন হয় য, সে ব্যক্তকিে হয় গোটা নামায দাঁড়য়িে পড়তে হয় কংিবা গোটা নামায বসে পড়তে হয়; তাহলে এমন ব্যক্তি গোটা নামায বসে বসে পড়বনে।

এর দললি হল: শরয়িত কছিু কছিু অবস্থায় কয়িামরে আমলকে মওকুফ করছেনে; যমেন- নফল নামাযরে ক্ষত্রেে, দাঁড়াতে সক্ষম যে ব্যক্তি এমন কোন ইমামরে পছিনে নামায পড়ছনে যনিি অসুস্থতার কারনে বসে বসে নামায পড়াচ্ছনে; সে ক্ষত্রেে তনিি কয়িাম বাদ দয়িে তার ইমামরে মত বসে বসে নামায পড়বনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে: “কয়িামটা একটি হালকা রুকন; যা সব ধরণরে নফল নামাযরে ক্ষত্রেে বাদ পড়ে যায় এবং ফরয নামাযরেও কছিু কছিু জায়গায় বাদ পড়ে যায়।”[শারহুল উমদা থকেে (৪/৫১৫) সমাপ্ত]

যদি দাঁড়ানো ও বসা দুটো সাংঘর্ষকি হয়ে পড়ে তাহলে বসাটা আদায় করা অগ্রগণ্যতা পাবে। বশিষেতঃ সে ব্যক্তি বসার মাধ্যমে নামাযরে আরও অন্যান্য রুকন আদায় করতে পার; যমেন- সজেদা, সজেদার জন্য বসা, দুই সজেদার মাঝখানে বসা এবং তাশাহুদরে জন্য বসা। এজন্য বসে নামায পড়া দাঁড়য়িে নামায পড়ার উপর অগ্রগণ্য পয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।